পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (উত্তরাঞ্চল) পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা
সদর দপ্তর ভবন (৯ম তলা)
নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯
ফোন নং-৮৯০০২৯৮
E-mail: dmo.northbreb@gmail.com

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 Certified

স্মারক নং-২৭.১২.০০০০.০৩০.৭১.০২২.২১.২৬৬

তারিখঃ ১৯ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৪ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

বাপবিবো কর্তৃক ২০২১-২২ খ্রি. অর্থ বৎসরের নতুন সেচ সংযোগ নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নির্বাহী কমিটির সদস্যগণসহ বাপবিবো'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও পবিসসমূহের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজারগণের সমন্বয়ে গত ২৪/১০/২০২১ খি. তারিখ অনুষ্ঠিত সভার মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে এবং করোনাভাইরাস জনিত পরিস্থিতিতে কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে দেশে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের স্বার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত চলতি সেচ মৌসুমে পেন্ডিং সেচ সংযোগের আবেদন সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা এবং সেচ যন্ত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২১-২২ খ্রি. অর্থ বৎসরের নতুন সেচ সংযোগ এর নীতিমালা নিম্নোক্তভাবে চেয়ারম্যান, বাপবিবো কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

(ক) প্রশাসনিক কার্যক্রম:

১। (i) দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে করোনাভাইরাস জনিত পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখা, অধিক ফসল উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার তা করতে হবে। কোন জমি যেন পতিত না থাকে" প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে সারা বছর ব্যাপী নতুন সেচ সংযোগের সকল আবেদনকারীকে দ্রুত সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(ii) প্রতিটি সমিতিকে সেচ গ্রাহকদের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ সেচ পাম্পের শ্রেণীওয়ারী ও ক্যাপাসিটি ভিত্তিক সঠিক সংখ্যা সংরক্ষণ করতে হবে।

২। সমিতির নির্মিত লাইন এবং ডিপোজিট ওয়ার্ক এর আওতায় নির্মিত লাইন হতে সার্ভিস ড্রপ (১৩০ফুট)-এর আওতায় দ্রুত সেচ সংযোগ প্রদান করতে হবে।

৩। (i) কৃষিকে এগিয়ে নেয়ার অংশ হিসেবে সারা দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে আবেদনপ্রাপ্ত নতুন সেচ সংযোগের বিপরীতে ৫০ কিঃওঃ পর্যন্ত লোডের প্রয়োজনীয় ট্রান্সফরমার, সার্ভিস ড্রপসহ আনুষাঙ্গিক মালামাল পবিস কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে।

(ii) শুধুমাত্র সমিতির স্টক লেজারে প্রযোজ্য সাইজের ট্রান্সফরমারের মজুদ (নতুন/মেরামতকৃত ট্রান্সফরমারসহ) শূন্য হলে বা সমিতির ওয়ার্কসপে প্রযোজ্য সাইজের মেরামতযোগ্য ট্রান্সফরমার না থাকলে জরুরী প্রয়োজনে গ্রাহক কর্তৃক বাপবিবো এর স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ট্রান্সফরমার ক্রয় পূর্বক সমিতিতে জমা প্রদান করবে এবং সমিতি কর্তৃক ট্রান্সফরমার পরীক্ষা করতঃ গ্রাহক প্রান্তে উত্তোলন করবে। এক্ষেত্রে ট্রান্সফরমারের মূল্য (বাপবিবো'র নির্ধারিত মূল্য বা গ্রাহক কর্তৃক ক্রয়কৃত মূল্য, যা কম হয়) গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিলের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে সমন্বয় পূর্বক গ্রাহক-কে ফেরৎ প্রদান করতে হবে।

৪। সমিতির স্টোরে বা ওয়ার্কশপে জমাকৃত নষ্ট ট্রান্সফরমারসমূহ দ্রুত মেরামত করে সেচ সংযোগে ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া সমিতির বিতরণ লাইনে স্থাপিত বিদ্যমান ৫ কেভিএ ট্রান্সফরমার ১০ কেভিএ বা প্রয়োজনীয় সাইজের ট্রান্সফরমার দ্বারা প্রতিস্থাপন (আপগ্রেড) করতঃ ৫ কেভিএ ট্রান্সফরমার অপসারণ করে সেচ সংযোগের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

৫। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ভৌগলিক এলাকায় সকল গ্রাহকের নিকট হতে সেচ সংযোগের নতুন আবেদন সারা বছর ব্যাপী গ্রহণ করতে হবে। প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে সকল মালামালের চাহিদা নিরুপন করতঃ সংশ্লিষ্ট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক নিজ উদ্যোগে মালামাল সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬। বিগত সেচ মৌসুম পর্যন্ত যে সকল সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, সে সকল সেচ যন্ত্রে সঠিক মানের ক্যাপাসিটর স্থাপনপূর্বক যথাযথ পাওয়ার ফ্যাক্টর নিশ্চিত করতঃ পুনঃসংযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। কোন অবস্থায় উপযুক্ত মানের এবং কার্যক্ষম ক্যাপাসিটর ব্যতীত সংযোগ প্রদান করা যাবে না।

৭। নীতিমালার আওতায় সকল সেচ আবেদনের বিপরীতে সংযোগ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে সমিতির উপকেন্দ্র এবং ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি ফিডার ওভারলোড এর অজুহাতে সেচ সংযোগ বন্ধ রাখা যাবে না। ওভারলোড থাকলে তা নিরসন করে দ্রুত সেচ সংযোগ প্রদান করতে হবে। এ ব্যাপারে শিথিলতা প্রমাণিত হলে দায়ী সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮। (i) সেচ খাতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বা গ্রাহকের সরবরাহকৃত ট্রান্সফরমার প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হলে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক সকল ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ট্রান্সফরমার সরবরাহ ও ক্ষতিগ্রস্থ ট্রান্সফরমার মেরামত করতে হবে।

(ii) গ্রাহকের হস্তক্ষেপে (নিজে নিজে লোড বৃদ্ধি, পার্শ্ব সংযোগ প্রদান, ভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক স্থাপনায় সংযোগ প্রদান ইত্যাদি) ট্রান্সফরমার নষ্ট হওয়ার বিষয়টি তদন্তে প্রমানিত হলে গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে এবং গ্রাহক কর্তৃক ট্রান্সফরমারের মূল্য বা মেরামত মূল্য (শতভাগ) পরিশোধ করতে হবে।

(iii) কোন গ্রাহক সেচ সংযোগ গ্রহণ করে অন্য ক্যাটাগরিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে ব্যবহৃত সংযোগ ক্যাটাগরীর উচ্চতর হারে বিল (জরিমানাসহ) গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করতে হবে।

(iv সমিতির বা গ্রাহকের সরবরাহকৃত ট্রান্সফরমার চুরি হলে ১ম বার চুরিকৃত ট্রান্সফরমারের ৫০% মূল্য গ্রাহক পরিশোধ করবে। ২য় বার বা পরবর্তী সময়ে যতবারই ট্রান্সফরমার চুরি হবে ততবারই গ্রাহক-কে নতুন ট্রান্সফরমার ক্রয় বা ট্রান্সফরমারের মূল্য বাবদ ১০০% অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

(v) মেরামতকৃত ট্রান্সফরমার চুরি হলে গ্রাহককে চুরিকৃত ট্রান্সফর্মারের অবচিত মূল্য অনুযায়ী প্রযোজ্য অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

৯। নতুন সেচ সংযোগের ক্ষেত্রে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক বিনামূল্যে মিটার আইটেম (জে-৩৯ ও জে-৩) এবং মিটার সকেট (জে-৫) সরবরাহ করতে হবে এবং এর বিপরীতে গ্রাহকের নিকট হতে মিটার আইটেম (জে-৩৯ ও জে-৩) এর জন্য বিইআরসি'র নীতিমালা অনুসারে প্রযোজ্য মাসিক ভাড়া আদায় করতে হবে। এছাড়া, পুরাতন সেচ গ্রাহকের মিটার পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রেও প্রযোজ্য মাসিক ভাড়া আদায় করতে হবে।

১০। প্রাকৃতিক কারণে মিটার নষ্ট হলে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক বিনামূল্যে মিটার সরবরাহ করতে হবে। গ্রাহকের হস্তক্ষেপে মিটার নষ্ট হওয়ার বিষয়টি তদন্তে প্রমানিত হলে গ্রাহক কর্তৃক সকল মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩০ এর বিধি মোতাবেক কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও মিটার ও মিটার সকেট চুরির ক্ষেত্রে পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩০ এর বিধি মোতাবেক কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১। (i) বিএডিসি, বিএমডিএ ও বিআরডিবিসহ সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মিটার (জে-৩৯) এর মূল্য বাবদ ১,১০০/- (এক হাজার একশত) টাকা, মিটার (জে-৩) এর মূল্য বাবদ ১১,৫০০/- (এগার হাজার পাঁচশত) টাকা এবং মিটার সকেট (জে-৫) এর মূল্য বাবদ ৩,২০০/- (তিন হাজার দুইশত) টাকা গ্রহণ সাপেক্ষে পবিস কর্তৃক এ সকল মালামাল সরবরাহ করতে হবে।

(ii) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমার ও আনুষাঙ্গিক মালামাল উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বাপবিবো'র অনুমোদিত প্রস্তুতকারক/ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্রয়/সরবরাহ করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হতে হবে এবং টেষ্ট করে গ্রাহকপ্রান্তে স্থাপন করতে হবে।

(iii) বিএডিসি, বিএমডিএ ও বিআরডিবিসহ সকল প্রতিষ্ঠানের স্থাপিত ট্রান্সফরমার নষ্ট/চুরি হলে প্রতিষ্ঠান সমূহকে নিজ দায়িত্বে নষ্ট/চুরিকৃত ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন করতে হবে।

(iv) বিএডিসি, বিএমডিএ ও বিআরডিবিসহ সকল প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণের প্রয়োজন হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নে পবিস কর্তৃক ডিপোজিট ওয়ার্কের মাধ্যমে লাইন নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে।

১২। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত ও বিধি-বিধানের আলোকে প্রদত্ত উপজেলা সেচ কমিটির ছাড়পত্র এবং জমির মালিকানা নিশ্চিত হয়ে নতুন সেচ সংযোগ প্রদান করতে হবে। সেচ কমিটির অনুমোদন ব্যতিত বোরিং স্থান পরিবর্তন করা

হলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কোন কারণে সাময়িকভাবে গ্রাহকের সেচ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকলে কেবলমাত্র সংযোগ বিচ্ছিন্নের অব্যবহিত পরবর্তী বছরে পুনঃসংযোগের সময় নতুন করে উপজেলা সেচ কমিটির ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে না। উল্লেখ্য, উপজেলা সেচ কমিটির ছাড়পত্র সহজীকরণ ও হয়রানিমুক্তকরণের জন্য স্ব-স্ব পবিস কর্তৃক জেলা প্রশাসক, জেলা কৃষি অফিসার, জেলা বিএডিসি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের (প্রয়োজনে পত্র মারফত) সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। সেচ যন্ত্রের বোরিং দূরত্বের (একটি হতে অপরটির দূরত্ব) বিষয়ে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের নীতিমালা অনুসরণপূর্বক যাতে ছাড়পত্র প্রদান করা হয় সে বিষয়ে সেচ কমিটির সভায় বা জেলা সমন্বয় সভায় সংশ্লিষ্টদের নজরে আনার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

১৩। সংযোগ প্রত্যাশী যে গ্রাহক উপজেলা সেচ কমিটির ছাড়পত্র আগে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে জমা প্রদান করবেন তিনি নতুন সেচ সংযোগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। একইসাথে উপজেলা সেচ কমিটির ছাড়পত্র পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে জমা হওয়ার সাথে সাথে সমিতির সদস্য সেবা বিভাগ কর্তৃক তা রেজিস্টারে এন্ট্রিপূর্বক ক্রম তৈরি করতে হবে এবং রেজিষ্টারের ক্রম অনুযায়ী দ্রুততার সাথে সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

১৪। বিএডিসি, বিএমডিএ ও বিআরডিবি-এর নিকট হতে যে সকল সেচ সংযোগের জন্য অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে; সে সকল পাম্পে সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারক্রম তৈরীপূর্বক সংযোগ প্রদান করতে হবে। তবে, সঠিক মানের (appropriate size) ক্যাপাসিটর স্থাপনপূর্বক যথাযথ পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান নিশ্চিতপূর্বক বিএডিসি, বিএমডিএ ও বিআরডিবি'র পাম্পে সংযোগ দিতে হবে। এছাড়া, প্রতিটি পাম্পে পবিসের প্রতিনিধিগণের সরেজমিন উপস্থিতির মাধ্যমে সঠিক মানের (appropriate size) ও কার্যক্ষম ক্যাপাসিটর স্থাপন করা আছে কি-না এবং পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান যথাযথ আছে কি-না তা সমিতি কর্তৃক নিশ্চিত হতে হবে। সার্বিক বিষয়টি সমিতি ব্যবস্থাপনা কর্তৃক মনিটরিং করতে হবে।

১৫। সেচ সংযোগে ব্যবহৃত তার (গ্রাহকের নিকট রক্ষিত অবস্থায়) পুনঃসংযোগের পূর্বে চুরি অথবা ক্ষতিগ্রস্থ হলে গ্রাহক কর্তৃক তা ক্রয়পূর্বক প্রতিস্থাপন করতে হবে অথবা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক সরবরাহ করা হলে সেক্ষেত্রে মালামালের ১০০% মূল্য গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ করতে হবে।

১৬। সেচ মৌসুম চলাকালীন কোন সেচ গ্রাহকের ট্রান্সফরমার চুরি হলে তাৎক্ষনিকভাবে (সর্বোচ্চ ২৪ ঘন্টার মধ্যে) তা প্রতিস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে ট্রান্সফরমারের মূল্য সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নিকট হতে আদায়যোগ্য হলে গ্রাহকের আবেদনের ভিত্তিতে কিস্তিতে উক্ত অর্থ প্রদানের সুযোগ দেয়া যাবে অথবা গ্রাহক কর্তৃক বাপবিবোর্ডের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ট্রান্সফরমার ক্রয়পূর্বক সমিতিকে সরবরাহ করলে সমিতি তা টেষ্টপূর্বক বাপবিবো নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রাপ্তি সাপেক্ষ লাইনে স্থাপন করতে পারবে।

১৭। সেচ গ্রাহকের (নতুন/পুরাতন) জন্য স্থাপিত ট্রান্সফরমার হতে অন্য কোন শ্রেণীর গ্রাহককে সংযোগ দেয়া যাবে না।

১৮। মৌসুমের মাঝখানে সংযোগ প্রদান/বিচ্ছিন্নসহ সকল ক্ষেত্রে পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩৩ এবং বিইআরসি'র সর্বশেষ নীতিমালা অনুসরণসহ সংযোগ বিচ্ছিন্নের ক্ষেত্রে মাঠের ফসল যাতে ক্ষতিগ্রস্থ/বিনষ্ট না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১৯। মাঠ পর্যায়ে সেচ কাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়ে সরেজমিনে তদারকির জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত অঞ্চলভিত্তিক টীম বিভিন্ন পবিস পরিদর্শন করবেন। উক্ত টীমকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।

২০। (i) সেচ সংযোগ হতে অন্য কোন শ্রেণীর গ্রাহককে সংযোগ দেয়া যাবে না। এ নির্দেশ অমান্য করে কোন সেচ গ্রাহক সেচ সংযোগের পাশাপাশি অন্য ক্যাটাগরীতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে সে গ্রাহকের নিকট হতে ব্যবহৃত সংযোগ ক্যাটাগরীর মধ্যে বিদ্যমান উচ্চতর হারে বিদ্যুৎ বিল আদায় করতে হবে। সেচ গ্রাহকের জন্য স্থাপিত ট্রান্সফরমার হতে মিশ্র সংযোগ (যদি থাকে) দ্রুত পরিহার করতে হবে।

(ii) সেচ গ্রাহক যদি সেচ পাম্পের পানি চাষাবাদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে পানি বিক্রি, মাছ চাষ বা অন্য কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তা হলে সংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরীর বিদ্যুৎ বিল প্রযোজ্য হবে। গ্রাহক যদি মিশ্র ক্যাটাগরীর স্বার্থে ব্যবহার করে তাহলে সেক্ষেত্রে সেচের জন্য প্রযোজ্য হারে বিল করার পরিবর্তে ব্যবহৃত ক্যাটাগরীর সর্বোচ্চ হারে বিল করতে হবে।

২১। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে আবাসিক সংযোগ থেকে নিজ বাড়ীর আঙ্গিনা ও তৎসংলগ্ন এরিয়াতে ১.৫ হর্স পাওয়ারের মোটরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অনুমোদন গ্রহণ করে সেচ কাজ চালানো যেতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের নীতিমালা'র আলোকে অবশ্যই আবাসিক শ্রেণীর বিল করতে হবে এবং এক্ষেত্রে কোন পার্শ্ব সংযোগ হিসেবে জরিমানা আদায় করা যাবে না। এছাড়া, আবাসিক সংযোগ থেকে নিজের আঙ্গিনার জমি ব্যতীত অন্যের জমিতে সেচ দেয়া যাবে না। সংশ্লিষ্ট পবিসের অনুমোদন ব্যতীত এ ধরনের সেচ কাজের ফলে লোড বৃদ্ধি জনিত কারনে ট্রান্সফরমারের ক্ষতি হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক-কে ক্ষতিগ্রস্থ ট্রান্সফরমারের সমুদয় মেরামত ব্যয় পরিশোধ করতে হবে।

২২। এখন হতে সেচ এর জন্য আলাদাভাবে কোন মৌসুম থাকবে না। স্থানীয় এলাকার প্রয়োজনীয়তার স্বার্থে সারা বছর ব্যাপী সেচ কাজ পরিচালিত হবে। আউশ, আমন ও বোরো ধান উৎপাদনের পাশাপাশি পিয়াজ, রসুন, ডাল, তেল, হলুদ, আদা, শাক-সবজি, মৌসুমী ফুল-ফল উৎপাদনের লক্ষ্যে সকল ধরণের কৃষিকর্ম সেচ কার্যের আওতাভূক্ত হবে।

২৩। কোন কোন এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির লেয়ার নিচে নেমে যাওয়ার কারণে লোড বৃদ্ধি তথা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হর্স পাওয়ারের মোটরের প্রয়োজন দেখা দিলে সাব-মারসিবল পাম্প স্থাপন করতে হতে পারে; এক্ষেত্রে সেচ পাম্পটি অবশ্যই কমান্ডিং এরিয়ার মধ্যে এবং ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালার বিপরীতে ইতঃপূর্বে অনুমোদিত লাইসেন্সের প্রযোজ্য কিউসেক সীমার মধ্যে থাকার শর্ত সাপেক্ষে পবিসের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজারগণ প্রয়োজনীয় লোড বৃদ্ধির অনুমোদন করতে পারবে। তাছাড়া, লোড বৃদ্ধির মাধ্যমে উক্ত সেচ সংযোগ হতে কোনক্রমেই অন্য শ্রেণীর কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার যাতে না হয় সে বিষয়টি সমিতি ব্যবস্থাপনা কর্তৃক মনিটরিং ও নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) কারিগরী কার্যক্রম:

১। নতুন ও পুনঃসংযোগের ক্ষেত্রে সেচ পাম্পে সঠিক মানের ক্যাপাসিটর স্থাপনপূর্বক যথাযথ মানের পাওয়ার ফ্যাক্টর নিশ্চিত হয়ে সংযোগ প্রদান করতে হবে। পরবর্তীতে মাঠ পরিদর্শনকালে এর ব্যত্যয় পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২। গত বছর বা তৎপূর্বে অস্থায়ী সংযোগ শেষে গ্রাহকের বাড়ীতে যে সকল সার্ভিস তার ও ট্রান্সফরমার সংরক্ষিত ছিল, তা চলতি বছরের সংযোগে ব্যবহার করা যাবে। তবে ট্রান্সফরমার পুনঃস্থাপনের পূর্বে গ্রাহক কর্তৃক পবিস ওয়ার্কসপে নিয়ে প্রিভেন্টিভ/রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। চলতি বছরে যদি উক্ত গ্রাহক পুনঃসংযোগ গ্রহণ না করেন; তবে জরুরী ভিত্তিতে ঐ সকল মালামাল পবিস স্টোরে ফেরৎ আনতে হবে এবং সেচ সংযোগের কাজে পুনঃব্যবহার করতে হবে।

৩। নতুন সেচ গ্রাহকের লাইন নির্মাণসহ বিদ্যুৎ সরবরাহ সঠিক সময়ে নিশ্চিত করার জন্য ওভারলোডেড লাইন/উপকেন্দ্রসমূহের আপগ্রেডেশন ও ট্রান্সফরমারসহ মেরামত কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে (লোড বিভাজন, ফিডার বিভাজন, ১১ কেভি লাইনে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নয়নে ক্যাপাসিটর স্থাপন ও ভোল্টেজ উন্নয়নে লাইন রেগুলেটর স্থাপন ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর ও নির্বাহী প্রকৌশলীর সহায়তায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেচ সংযোগের পূর্বে নিশ্চিত করতে হবে।

৪। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহকে সেচ মৌসুমের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ট্রান্সফরমারসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সকল মালামাল এর পর্যাপ্ত মজুদ নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) গ্রাহক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম:

১। সেচে পানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের লক্ষ্যে 'ওয়েট এন্ড ড্রাই পদ্ধতি', সঠিক মানের ক্যাপাসিটর স্থাপন, অফ-পিক আওয়ারে সেচ কার্যে বিদ্যুৎ ব্যবহার ইত্যাদি জনপ্রিয় করতে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে। এজন্য লিফলেট বিতরণ/মাইকিং/মোটিভেশন সভা/জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য সমন্বয় সভায় আলোচনা এবং কৃষি বিভাগের ব্লক সুপারভাইজারদের এ কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে।

২। পিক আওয়ারে (সন্ধ্যা ০৬.০০ ঘটিকা হতে রাত ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেচ পাম্পসমূহে বিদ্যুৎ ব্যবহার সীমিত রাখার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। সেচ পাম্পগুলোতে রাত ১১:০০ টা হতে সকাল ৮:০০ টা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ঐ সময়ে সকল সেচ পাম্প চালু রাখার জন্য গ্রাহককে উৎসাহিত করতে হবে।

৪। সেচ মৌসুমে সেচ পাম্পে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ তদারকির জন্য সদর দপ্তর/জোনাল অফিস/সাব-জোনাল অফিসের বিপরীতে যথাক্রমে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার/ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার/ সহকারী জেনারেল ম্যানেজার-গণের নেতৃত্বে কমিটি গঠনপূর্বক মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৫। আসন্ন সেচ মৌসুম চলাকালীন সময়ে SSC এবং HSC পরীক্ষা চলবে। এছাড়াও সেচ মৌসুমে পবিত্র রমজান মাস শুরু হবে। সার্বিক দিক বিবেচনায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহকে লোড ব্যবস্থাপনায় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৬। সেচ মৌসুমে সেচ সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ গ্রহণ এবং দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য বাপবিবোর্ডের সদর দপ্তরে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও একটি "সেচ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ" খোলা হবে। অনুরূপভাবে সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর, জোনাল অফিস ও সাব-জোনাল অফিসে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার/ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার/সহকারী জেনারেল ম্যানেজার-গণের নেতৃত্বে "সেচ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ" স্থাপন করতে হবে এবং এ সকল নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা সমিতির লোকবল দ্বারা দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের টেলিফোন নম্বর সকল সেচ গ্রাহকদের প্রদেয় বিদ্যুৎ বিলের উপর সীল এর মাধ্যমে অবহিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭। প্রতিটি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সেচ কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ ও সুপারিশ প্রণয়ন এবং এতদসংক্রান্ত সকল ধরণের যোগাযোগসহ সার্বিক বিষয়ে এজিএম (এমএস)-কে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিযুক্ত করতে হবে।

৮। সেচ সংক্রান্ত বিষয়ে পরবর্তীতে যেকোন সময়ে মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত পরিপত্র/নির্দেশনা যথাসময়ে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহকে অবহিত করা হবে।

(ঘ) আলোচ্য সেচ নীতিমালা জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং সমিতি কর্তৃক তা বাস্তবায়িত হবে।

০৪/১১/২০২৯
(বিধান রঞ্জন বৈশ্য)
পরিচালক

কার্যার্থে অনুলিপি
১। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/ জেনারেল ম্যানেজার, সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।

জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
০১। নির্বাহী পরিচালক, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
০২। নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
০৩। প্রধান প্রকৌশলী (পওপ/প্রকল্প), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
০৪। পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যঃপঃ (কেঃঅঃ/পঃঅঃ/পূঃঅঃ/দঃঅঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
০৫। পরিচালক, আর্থিক মনিটরিং (উঃঅঃ/দঃঅঃ)/পবিস নিরীক্ষা/পবিস ঋণ ও বাজেট/ জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
০৬। পরিচালক, এমপিএসএস/সিস্টেম অপারেশন (কেঃঅঃ)/এসইএন্ডডি/গ্রীড ও উপকেন্দ্র পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
০৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এনার্জি অডিট এন্ড ট্যারিফ) এর কার্যালয়, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
০৮। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাপবিবো, সকল জোন।
০৯। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
১০। একান্ত সচিব, সদস্য (প্রশাসন/অর্থ/ডিএন্ডও/পিএন্ডডি/সমিতি ব্যবস্থাপনা), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।